বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
BANGLADESH LEGAL AID and SERVICES TRUST (BLAST)

১৬ জানুয়ারী, ২০১২

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সড়ক নিরাপত্তায় ব্লাস্ট এবং আসক - এর দেয়া সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের তথ্য জানিয়েছে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

১১ই জুলাই ২০১১ চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার বড় তাকিয়া আবু তোরাব এলাকায় মর্মান্তিক ট্রাক দুর্ঘটনায় ৪২জন ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় চেয়ারম্যান বিআরটিএ, প্রধান প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ বিভাগ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) তদন্ত প্রতিবেদনসহ সুপারিশ প্রেরণ করে। এর প্রেক্ষিতে সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয় থেকে যে সমস্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা জানানো হয়েছে। কিন্তু আমরা উদ্বিগ্ন যে, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ সম্বন্ধে এখনও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা জানা যায় নি।

সুপারিশগুলো ছিল: ১) দন্ডবিধি ৩০৪ (খ) ধারার সংশোধনসহ আইনের বাস্তবায়ন; ২) মালামাল বহনের জন্য নির্ধারিত (ট্রাক, পিকআপ, মোটরভ্যান ইত্যাদি) পরিবহনে যাত্রী বহন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা, ৩) গাড়ী চালানোর সময় ড্রাইভারের মোবাইলে বা ইয়ার ফোনে কথা বলা বন্ধ করা, ৪) লাইসেন্সধারী চালক ব্যতিত অন্য কেউ যাতে গাড়ী না চালায় সে ব্যাপারে ট্রাফিক পুলিশের কঠোর নজরদারীর ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা, ৫) শুধুমাত্র মাধ্যমিক বা তার অধিক শিক্ষাগত যোগ্যতাধারীদের লাইসেন্স প্রদান করতে হবে, ৬) গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে, ৭) গাড়ীর ফিটনেস পরীক্ষা ও লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত বিআরটিএ এর দূনীর্তি রোধ কল্পে এ বিষয়ে নিয়মিত ও কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা, ৮) চালকদের মাদকাসক্তি ও মদ্যপান বিষয়ে নিবিড়ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।
এছাড়া, ৯) লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে প্রত্যেক ড্রাইভারকে প্রশিক্ষিত করার জন্য একটি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট করতে হবে, ১০) হাইওয়েসহ সকল রাস্তার দু'পাশে পর্যাপ্ত সংখ্যক গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা, ১১) জরুরী উদ্ধার ও সেবা কার্যক্রম আরো অধিক কার্যকর করা, ১২) স্কুল পাঠ্য পুস্তকে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা, ১৩) সড়ক সংস্কার ও ব্যবস্থাপনা ব্যতীত সড়ক নিরাপত্তার বিষয়ে বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখা, ১৪) সকল টার্মিনালে মটরযান পরিদর্শকদের দ্বারা ডিপারচার রেজিস্টার পরীক্ষার মাধ্যমে মটরযান চলাচল নিশ্চিত করা।

এখানে উল্লেখিত সুপারিশগুলোর মধ্যে ১০ এবং ১৩ নং সুপারিশের ভিত্তিতে সড়ক ও জনপথ বিভাগ নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে -

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের রক্ষণাবেক্ষণ খাত হতে বৃক্ষপালন বিভাগ কর্তৃক সড়কের দুপাশে গাছ লাগানো হয়েছে। নতুন প্রকল্প গ্রহণের সময় সড়কের দুপাশে গাছ লাগানোর সংস্থান করা হয়।
- সড়কের সংস্কার ও ব্যবস্থাপনা ব্যতীত সড়ক নিরাপত্তার বিষয়ে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা - তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য

এর আগে ব্লাস্ট তথ্য অধিকার আইনের আওতায় বিআরটিএ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে সড়ক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য চেয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ১০ বছরে, ১লা জানুয়ারী ২০০১ থেকে ১৫ই আগস্ট ২০১১, পর্যন্ত সর্বমোট ৪১,৭৯১টি (পুলিশ রিপোর্ট অনুসারে) সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে।

- এ দুর্ঘটনার জন্য মাত্র **৩টি তদন্ত কমিটি** গঠন করা হয়েছে এবং ৩টি কমিটির রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে।
- দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কতগুলো দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এর উত্তরে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর সম্পর্কিত সুপারিশমালার আলোকে কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
- ১লা জানুয়ারী ২০০১ থেকে ১৫ই আগস্ট ২০১১ পর্যন্ত সড়ক নিরাপত্তা কমিটির ১৯টি সভা হয়েছে। সভায় দক্ষতা যাচাই করে ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যুকরণ, ভুয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ, ট্রমা কেয়ার সেন্টার স্থাপন, হাইওয়ে পুলিশ গঠন, ট্রাফিক রেডিও চ্যানেল চালুকরণ, সড়ক নিরাপত্তার বিষয়টি স্কুলের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্তকরণ, হাইওয়েতে থ্রী হুইলার, নসিমন-করিমন, ভটভটি ইত্যাদি যান চলাচল বন্ধ করা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ১০ বছরে, ১লা জানুয়ারী ২০০১ থেকে ১৫ই আগস্ট ২০১১ পর্যন্ত, সর্বমোট ৩৬,৪৩৯টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এ দুর্ঘটনায়

- ২৭,৫৯৫ জন নিহত হয়েছেন
- আহত হয়েছেন ২৫,৪৩৮ জন।
- ৩৬,১৯৯ টি মামলা রুজু হয়েছে
- ২২৬৯ জনের শাস্তি হয়েছে
- কারাগারে বন্দি আছে ২৫৭ জন।
- মামলাসমূহের মধ্যে ১৯,১৮৬টি চার্জশীট দেওয়া হয়েছে এবং
- ১৬,২৬১টি ফাইনাল রিপোর্ট দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের লিগ্যাল এইড এন্ড হিউম্যান রাইটস কমিটির সভাপতি এবং আইন সহায়তা ও মানবাধিকার সংগঠন আসক, বেলা এবং ব্লাস্টের আইনজীবীবৃন্দ সড়কে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে ১৪ই আগস্ট ২০১১ একটি রিট মামলা দায়ের করেন। সড়কে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদান সংক্রান্ত মামলায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার ও বিচারপতি মোঃ নুরুজ্জামানের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ ১৭ই আগস্ট ২০১১ সড়ক নিরাপত্তায় কি কি মানদন্ড নির্ণয় করা হয় এবং সারা দেশে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে - সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তার কারণ দর্শানোর নির্দেশ সহ বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন। মামলাটি বর্তমানে শুনানীর অপেক্ষায় আছে।। মহামান্য আদালত অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ অথবা যে কোন ব্যক্তি আদালতে শুনানীর সময় তথ্য সরবরাহ করতে পারে।

যোগাযোগ: মাহবুবা আক্তার , সমন্বয়কারী, কমিউনিকেশন এন্ড এডভোকেসি, ০১১৯১৩৬৫০০১
আবদুল মালেক, সমন্বয়কারী তদন্ত, ০১৯৪৭৪৭৮৯৬১